بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত হযরত সা'দ বিন মুআয রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১০ জুলাই ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় যেমনটি আমি বলেছিলাম, আহযাবের যুদ্ধের পর বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি–সংক্রান্ত ঐশী নির্দেশ মহানবী (সাঃ)এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। সে অনুসারে তাদের সাথে যুদ্ধ হয় আর যুদ্ধবিরতির পর তারা অর্থাৎ বনু কুরায়যা হযরত সা'দ (রাঃ)এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কাজেই হযরত সা'দ (রাঃ) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এক জায়গায় এভাবে বলেছেন যে ঃ

আহযাবের যুদ্ধের ২০ দিন পর মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু এখন বনু কুরায়যার বিষয়টি মীমাংসা হবার ছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করার মত ছিল না। মহানবী (সাঃ) ফিরে এসেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণকে বলেন, তোমাদের কেউ এখন বিশ্রাম নিবে না বরং সন্ধ্যার পূর্বেই বনু কুরায়যার দুর্গে গিয়ে পৌঁছে যাবে। ইহুদীরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে তার ভিতরে নিজেদের অবরুদ্ধ করে নেয় এবং তারপরে তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। এমনকি তাদের মহিলারাও এ যুদ্ধে অংশ নেয়। কিন্তু অবরুদ্ধ অবস্থায় কিছুদিন থাকার পর ইহুদীরা বুঝতে পারে, এভাবে তারা দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর সমীপে তাদের এ ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, তিনি (সাঃ) যেন তাদের মিত্র ও অওস গোত্রের নেতা আবু লুবাবা আনসারীকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সাঃ) আবু লুবাবাকে পাঠিয়ে দেন। ইহুদীরা তার কাছে পরামর্শ চেয়ে বলে, আমরা কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর এ দাবি মেনে নিব যে, তিনি আমাদের বলেছেন, 'তোমরা আমার ওপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র সমর্পন কর?' আবু লুবাবা মুখে হ্যাঁ বললেও নিজের গলদেশে হাত চালিয়ে এমনভাবে ইশারা করেন যা হত্যার চিহ্ন বহন করে। মহানবী (সাঃ) তখনো কিন্তু নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি, কিন্তু আবু লুবাবা (রাঃ) মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাদের অপরাধের শাস্তি

অর্থাৎ ইহুদীরা যে অপরাধ করেছে সেটির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে? তিনি কোন চিন্তাভাবনা না করেই ইশারায় তাদেরকে এমন একটি কথা বলে দেন যা পরিশেষে তাদের অর্থাৎ বনু কুরায়যা গোত্রের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তাই ইহুদীরা বলে বসে, মুহাম্মদ (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত মানতে আমরা প্রস্তুত নই। তারা যদি মহানবী (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় শাস্তি দিয়ে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হত। কিন্তু তাদের দূর্ভাগ্যের কারণে তারা বলে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত নই। বরং আমরা আমাদের মিত্র অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর সিদ্ধান্ত মেনে নিব। তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা আমরা মাথা পেতে নিব। সা'দ (রাঃ) যখন ইহুদি দুর্গে নিকট পৌঁছান তখন একদিকে বনু কুরায়যা দুর্গের দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে সা'দ (রাঃ)এর জন্য অপেক্ষা করছিল আর অপরদিকে মুসলমানরা বসেছিলেন। তাই সা'দ (রাঃ) প্রথমে স্বীয় জাতির কাছে জানতে চান, আপনারা কি অঙ্গীকার করছেন যে, আমি যে রায় দিব তা আপনারা মেনে নিবেন? উত্তরে তারা বলেন, হ্যা। এরপর সা'দ (রাঃ) বনু কুরায়যাকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা কি অঙ্গীকার করছেন, আমি যে সিদ্ধান্ত নিব তা আপনারা গ্রহণ করবেন? তারা উত্তর দেয়, হ্যা। এরপর লজ্জাবনত দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে সেদিকে ইশারা করেন যেদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবস্থান করছিলেন আর নিবেদন করেন, এদিকে যিনি বসে আছেন তিনিও কি এই অঙ্গীকার করছেন? অর্থাৎ তিনি মহানবী (সাঃ) দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না, কেননা তিনি লজ্জা ও ত্রপা অনুভব করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাকে বিচারক মানা হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করাও আবশ্যক ছিল। এজন্য দৃষ্টি অবনত করে অত্যন্ত নম্র ভাষায় জানতে চান, আপনিও কি অঙ্গীকার করছেন? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, হ্যা। তিন পক্ষের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়ার পর হযরত সা'দ (রাঃ) বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে রায় প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'বাইবেলে লিখা আছে, যখন তুমি কোন শহরে সেই শহরবাসীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হও তখন প্রথমে তুমি তাদেরকে সন্ধির বার্তা দিও। এতে যদি তারা তোমার সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় আর তোমার জন্য দুর্গের দরজা খুলে দেয় তাহলে সেই শহরের সকল মানুষ তোমার করদাতা হবে এবং তোমার সেবা করবে। কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে সন্ধি না করে বরং যুদ্ধ করে তাহলে তুমি তাদেরকে অবরোধ কর আর তোমার প্রভু প্রতিপালক খোদা তাদেরকে তোমার করায়ত্ত করে দেয়ার পর তুমি সেখানকার প্রত্যেক পুরুষকে তরবারির ধারাল অংশে হত্যা কর কিন্তু মহিলা, বালক-বালিকা ও গবাদিপুশু এবং যা কিছুই সেই শহরে থাকবে সেই পুরো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তুমি নিজের জন্য নিয়ে নাও। এরপর তুমি তোমার শত্রুর কাছ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তোমার প্রভু প্রতিপালক খোদা তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি ভোগ কর।'

এ শব্দগুলো বাইবেলের। এগুলো পড়ে শোনানোর পর হযরত সা'দ (রাঃ) এ অনুযায়ী ফয়সালা করেন। সা'দ (রাঃ) বনু কুরায়যার মিত্র এবং তাদের বন্ধুদের একজন ছিলেন। তিনি (রাঃ) যখন দেখলেন, ইহুদিরা ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সেই সিদ্ধান্ত মানে নি যা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রাণ রক্ষা করত তখন তিনি (রাঃ) ইহুদীদের জন্য সেই সিদ্ধান্তই দিলেন যা হযরত মূসা (আঃ) আগেই 'দ্বিতীয় বিবরণ' পুস্তকে এরূপ পরিস্থিতির জন্য দিয়ে রেখেছেন। কাজেই এ সিদ্ধান্তের দায়ভার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অথবা মুসলমানদের ওপর কোনক্রমেই বর্তায় না। কেননা এটি তো তাদেরই ধর্মগ্রন্থসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল; বরং এর দায় বর্তায় মূসা (আঃ), তওরাত এবং সেসব ইহুদীদের ওপর যারা হাজার হাজার বছর ধরে অন্যান্য জাতির সাথে এরূপ আচরণ করে আসছিল এবং যাদেরকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দয়ার প্রতি আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কথা মানতে প্রস্তুত নই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) লিখেন, বর্তমান যুগের খ্রিষ্টানরা এ নিয়ে হইচই করে বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাকি অত্যাচার করেছেন। খ্রিষ্টান লেখকরা কি এটি দেখে না যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন ক্ষেত্রেই কোন অত্যাচার করেন নি? অন্য কোথাও তো কোন অত্যাচার পরিলক্ষিত হয় না! শত্রুরা বহুবার মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর অনুগ্রহ ও কৃপার সামনে নিজেদের সমর্পণ করেছে আর প্রত্যেকবারই তিনি (সাঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটি-ই একমাত্র ঘটনা যেখানে শত্রু হঠকারিতা প্রদর্শন করে বলেছে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত মানব না। অতএব অত্যাচার যদি কেউ করেই থাকে তবে নিজেদের প্রাণের ওপর অত্যাচার করেছে সেই ইহুদীরাই, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব অনেক কথার মাঝে একস্থানে বর্ণনা করেছেন, তিনি লিখেন ঃ

মহানবী (সাঃ) সিদ্ধান্ত শুনে অবলিলায় বলে ওঠেন, তোমার এ সিদ্ধান্ত খোদার এক অটল তকদীর। যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। অতএব তিনি (সাঃ) বলেন, 'কাদ হাকামতা বিহুকমিল্লাহ' অর্থাৎ হে সা'দ! নিঃসন্দেহে তোমার এই সিদ্ধান্ত নির্ঘাত ঐশী তকদীর বলে মনে হচ্ছে যা বদলানোর ক্ষমতা কারো নেই। তখন তাঁর (সাঃ)এর হৃদয় এ কথা মনে করে খুবই ব্যথিত হয় যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে দশ/বারজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও যদি আমার ওপর ঈমান আনয়ন করতো তাহলেও আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা রাখতাম যে, পুরো জাতি আমাকে গ্রহণ করে নিত আর আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পেত।

বনু কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কোন কোন অমুসলিম ইতিহাসবিদ খুবই অন্যায়ভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর ওপর আক্রমণ করে থাকে। এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁকে যালেম এবং রক্তপিপাসু হিসেবে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা করা হয়। এই অপবাদের উত্তরে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, প্রথমত এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, বনু কুরায়যা সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্তকে অন্যায় সিদ্ধান্ত আখ্যা দেয়া হয় তা সা'দ বিন মুয়াযের-এর সিদ্ধান্ত ছিল, আদৌ সেটি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পরিস্থিতির নিরিখে এই সিদ্ধান্ত কোন ভ্রান্ত বা অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিল না। তৃতীয়তঃ রায় প্রদানের পুর্বে মোহাম্মদ (সাঃ)এর কাছ থেকে সা'দ যে অঙ্গিকার নিয়েছিল, সে অঙ্গীকার অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত মানা মোহাম্মদ (সাঃ)এর জন্য আবশ্যক ছিল। চতুর্থতঃ স্বয়ং অপরাধীরা সা'দের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে নিয়েছে আর এতে কোন ধরনের আপত্তি করে নি। এটিকে তারা নিজেদের জন্য একটি ঐশী তকদীর হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার পূর্বে যতক্ষণ তারা বন্দি অবস্থায় ছিল, তিনি (সাঃ) তাদের থাকা-খাওয়ার সর্বোত্তম ব্যাবস্থা করেছিলেন। এরপর যখন সা'দের রায় কার্যকর করানো হচ্ছিল, তিনি (সাঃ) এমন পন্থায় সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করানোর ব্যাবস্থা করেছেন যাতে অপরাধীদের ন্যূনতম কষ্ট হয়। প্রথমত তিনি (সাঃ) তাদের আবেগ অনুভুতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্দেশ দেন, একজন অপরাধীকে হত্যার সময় অন্য অপরাধী যেন সামনে উপস্থিত না থাকে। এছাড়াও যে অপরাধীর ব্যাপারে তাঁর (সাঃ) নিকট প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করা হয়েছিল, তিনি (সাঃ) তৎক্ষণাত তা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং তাদের স্ত্রী-সন্তান ও তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ারও আদেশ দিয়েছিলেন। এর চাইতে মহানুভবতা ও স্নেহশীল আচরণ একজন অপরাধীর সাথে আর কী হতে পারে? কাজেই, বনু কুরায়যার ঘটনার প্রেক্ষাপটে যেমন তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপনের বিন্দুমাত্র সুযোগ থাকে না, পক্ষান্তরে প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এই ঘটনা তাঁর (সাঃ) উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, চমৎকার ব্যাবস্থাপনা এবং তাঁর স্বভাবগত ক্ষমা ও দয়ার এক জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। অতএব, মার্গোলিস এটি লিখেছে যে সা'দ (রাঃ)এর সিদ্ধান্ত ছিল পরিস্থিতি অনুযায়ী পুরোপুরি ন্যায্য এবং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের মানদণ্ডের ভিত্তিতে। এছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আরেকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, মহানবী (সাঃ) এবং ইহুদীদের মধ্যে প্রাথমিক যুগে যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্তগুলোর মাঝে একটি শর্ত ছিল, ইহুদীদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ের মীমাংসা করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা করা হবে তাদেরই শরিয়ত অনুযায়ী অর্থাৎ ইহুদীদের শরিয়ত অনুসারে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই চুক্তির ভিত্তিতেই মহানবী (সাঃ) সর্বদা মূসায়ী শরিয়ত অনুযায়ী ইহুদীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, বনু কুরায়যার বিষয়ের সাথে হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর যতটা সম্পৃক্ততা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ আরো কিছুটা বাকি রয়েছে তা আমি পরবর্তীতে বলব, ইনশাআল্লাহ্।

খুৎবা জুম্মার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোকাররমা হাজিয়া রুকাইয়া খালেদ সাহেবা, শ্রদ্ধেয়া সুফিয়া বেগম সাহেবা, জনাব আলী আহমদ সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া রফিকা বিবি সাহেবার চারিত্রিক উত্তম গুনাবলীর বর্ণনা করেন। ইনাদের গত কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** হুযুর আনোয়ার (আইঃ) ইনাদের নামাযে জানাযার সঙ্গে ঐসব ব্যক্তিদেরও নামাযে জানাযা পড়ান যাদের মৃত্যুতে লাক ডাউনের কারণে জানাযা পড়ানো সম্ভব হয় নি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

সত্যের সন্ধানে

আগামী ২৩ থেকে ২৬ শে জুলাই ২০২০ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটি বৃহঃবার রাত্রি সাড়ে সাতটা এবং শুক্রবার রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। শনি ও রবিবার পূনরায় রাত্রি সাড়ে সাতটায় শুরু হবে ইনশাল্লাহ। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
10 July 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org